বাংলাদেশে চরের জমির রাজনৈতিক-অর্থনীতি

ড. আবুল বারকাত

চরের জমি-জলা: মূল বিষয়গুলো কি

বাংলাদেশের চরের জমির মোট পরিমাণ কত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। জানা মতে চরের জমির মোট পরিমাণ ১৭২৩ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৬ একর যা দেশের মোট ভূমির ১.২ ভাগ। এদেশের ৫ ভাগ মানুষ (৭০-৭৫ লাখ) চরে বসবাস করেন । চরের মানুষের দারিদ্র-দুর্দশা-বঞ্চনা যেন চিরস্থায়ী; চর মানেই দারিদ্র পকেট। সরকার ও নীতিনির্ধারক মহলে বক্তৃতা-বিবৃতির যদিও কোনো ঘাটতি নেই তথাপি স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত ৩৫ বছরে চরের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার সচেতন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এমনটি আমাদের জানা নেই। এমনকি সারাদেশে মোট চর কত; চরের মোট জমির পরিমাণ কত এবং চরে কত মানুষের বাস– এরও কোন নির্ভরযোগ্য হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই। চরের মানুষ উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং চরের খাস জমিতে তাদের সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানব-উন্নয়ন পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। চরের অধিকাংশ মানুষই গরীব, ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক, দিন মজুর, এবং দুস্থ ও হতদরিদ্র। চরের অধিকাংশ মানুষ নিজেরা নিজেদের "নিঃস্ব গরিব" হিসেবে চিহ্নিত করেন। অন্যদিকে একশ্রেণীর টাউট, মাতব্বর, অসৎ রাজনীতিবিদ এবং ভূমি-জলাদস্যু লাঠিয়াল ও সরদার গোষ্ঠি বছরের পর বছর ধরে চরের জমিতে অবৈধ দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। গত কয়েকবছর পত্র পত্রিকায় আমরা অনেক চর-দস্যুর নাম শুনেছি। যেমন, নব্যচোরা গ্রুপ, তালেব ব্যাপারি, রশিদ্দা শেখ, তারা মাতব্বর, বাশার মাঝি গ্যাং ইত্যাদি। তাদের এক গ্রুপের একজন নিবেদিত প্রাণ লাঠিয়াল ব্যক্তিগত সাক্ষাতে আমাকে যা বলেছে তা প্রণিধানযোগ্য বিধায় হুবহু উল্লেখ করছি:

> "আমাদের নেতার নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৫০-২০০ মানুষ খুন করেছি, আর নারী ধর্ষণ করেছি ১৫০০-২০০০। ৬০ হাজার একর বনের মধ্যে ৪০ হাজার একর বন কেটে সাফ করে ফেলেছি.... । আমাদের কাজ হলো বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূমিহীন মানুষ খুঁজে নেতার সামনে হাজির করা– নেতা একর প্রতি ৩০০০-৫০০০ টাকার বিনিময়ে তার শর্তে চরের জমি চাষ ও জমিতে বসবাস করার অনুমতি দেন। ....আমাদের গ্যাং-এ আনুমানিক ৩০০ মানুষ। ....ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। ....ডিসি সাহেব আমার নেতার মানুষ.... । পুলিশকে আমরা নিয়মিত মোটা অঙ্কের চাঁদা দিই। এমপি সাহেবের এখানে তেমন কোনো কর্তৃত্ব নেই– নির্বাচনে আমরা তাকে উপকার করেছি। ....জরিপওয়ালারা একবার এসেছিল.... ব্যাটাদের ঘাড়ে কয় মাথা – অবস্থা দেখে ভেগেছে। .... আমাদের নেতার মুখের কথাই এখানে আইন.... ।"

---

* 'সমতা' আয়োজিত 'বাংলাদেশে চরের জমি: উপেক্ষিত সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি' নামে ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে রচিত, জাতীয় প্রেস ক্লাব ৭ জুন ২০০৭ (বর্তমান প্রবন্ধটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)।

* মূল পুস্তকটি ইংরেজি ভাষায় রচিত। পুস্তক প্রকাশনা উপলক্ষে মূল গবেষণা পুস্তক থেকে শুধু মূল বিষয়াদি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা টাইপ সেটিং এর কাজটি করার জন্য জনাব মোজাম্মেল হক (Human Development Research Centre)-এর প্রতি ঋণ স্বীকার করছি। মূল গবেষণা পুস্তকটির বৃত্তান্ত নিম্নরূপ: Abul Barkat, Prosanta K Roy and Md. Shahnewaz Khan, "Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource"; Published in January 2007; Published by Pathak Shamabesh; ISBN 984-8120-67-X; Pages 246; Price: Tk 595.00, US$ 35.95, UK£ 30.95.

গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক কিছু বিষয়

চরের জমির রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আপনাদের সামনে ২৪৬ পৃষ্টার পুস্তকে উপস্থাপন করেছি। ২০০৭-এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত এ পুস্তকের শিরোণাম "CHARLAND IN BANGLADESH: Politcal Economy of Ignored Resource"। পুস্তকটি প্রকাশ করেছে পাঠক সমাবেশ। পুস্তকের "ভূমিকা" লিখে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আমাদের সংবিধান প্রণেতা সম্মানিয় ড. কামাল হোসেন।

সমগ্র বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সম্ভাব্য সব প্রচেষ্ঠা আমরা নিয়েছি, এরপরও সামগ্রিক বিশ্লেষণ নিচ্ছিদ্র হবে এমনটি আমরা মনে করিনা, সে জন্য যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। গবেষণার পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৫টি জেলার ২১টি চরে মোট ৩৯০টি খানায় নমুনা জরিপ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় নমুনা খানার সংখ্যা ছিলো ৭৮টি। যে ২১টি চরে নমুনা জরিপ করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ ধুনচি, সিলিমপুর, মজলিশপুর, বাহেরচর (রাজবাড়ী জেলা); খিদিরপুর, ঢালারচর, মালদহ, খাসচর ডালা, বলরামপুর, চরআশুতোষ, রাধাকান্তপুর, সাদিরাজপুর (পাবনা জেলা); আতারপাড়া (রাজশাহী জেলা); দক্ষিণ চর মজিদ, বয়ারচর, চর জব্বার (নোয়াখালী জেলা); ছিতলিয়া, বিশ্বনাথপুর, গোপীনাথপুর, রামপুর, সারাইপাড়া (টাঙ্গাইল জেলা)। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রাথমিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে খানার নমুনা জরিপ, সংশ্লিষ্ট চর পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়নকর্মীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে যেসব উৎস ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলোঃ শিকস্তি-পয়স্তি আইন সম্পর্কিত নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, আদমশুমারী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা পুস্তক, এবং জার্ণাল ও সংবাদপত্র। মোট ৩ ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণ (Data Collection Instrument) ব্যবহার করা হয়েছেঃ (১) গ্রাম ও চর বৃত্তান্ত, (২) খানা নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা, ও (৩) কেস ষ্টাডি নির্দেশনা।

ম্যাপ: যেসব জেলায় নমুনা জরিপ করা হয়েছে

(কালো চিহ্নিত অংশ নমুনা জরিপ জেলা নির্দেশ করে)

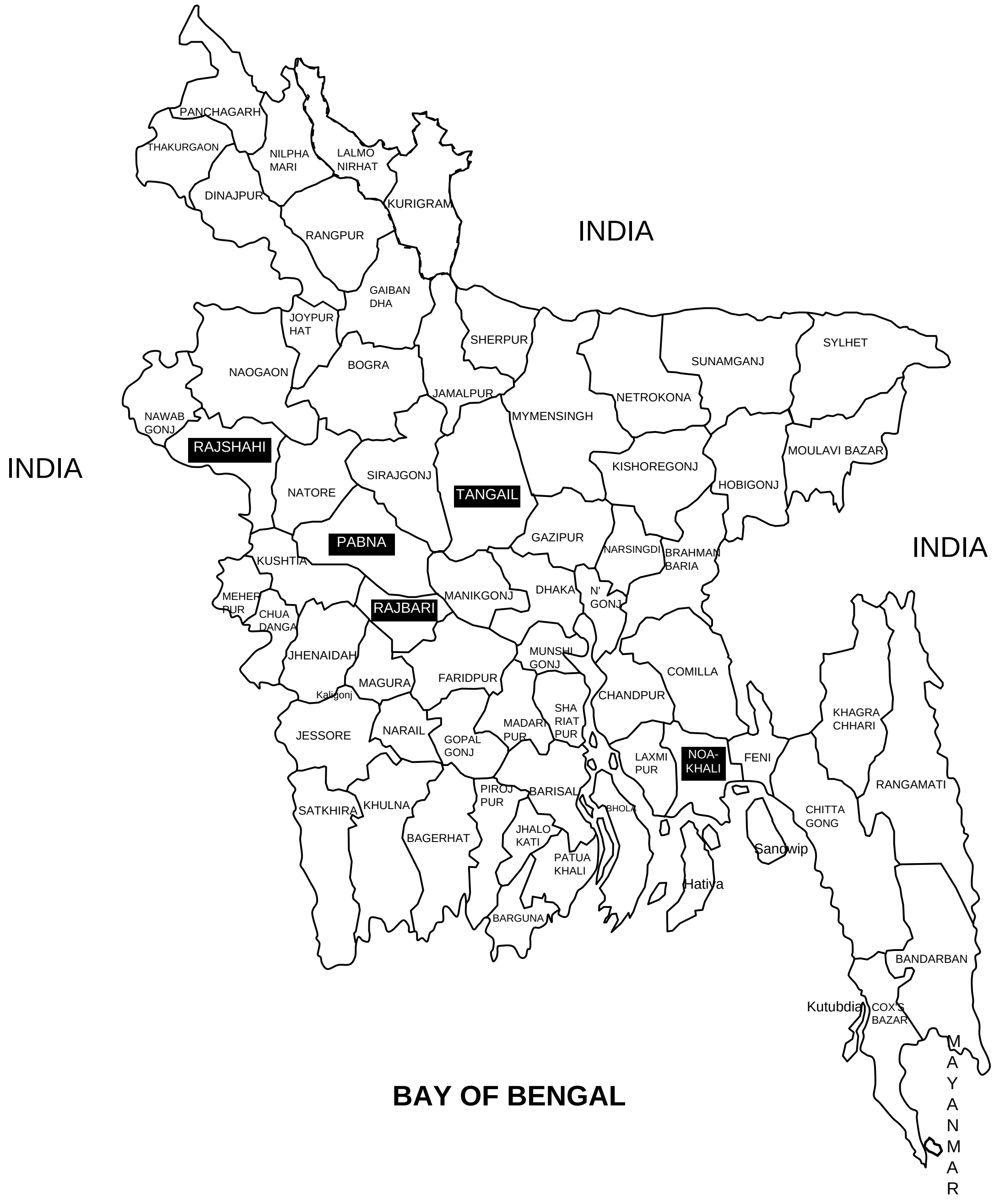

আমাদের পুস্তকে মোট ১০টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপটসহ গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনা চরসমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রধান প্রধান নদীসমূহের গতি-প্রকৃতি, নদী ভাঙ্গন ও চরগঠন এবং চরে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী-গ্রুপের আবির্ভাব ও বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভূমি অধিকার, প্রজাস্বত্ব ও খাস জমি সংক্রান্ত বিষয়বস্তুসমূহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং চর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গত ২০০ বছরের শিকস্তি-পয়স্তি আইনসমূহের উৎপত্তি-বিকাশ, পরিণতি-ফলাফল ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। নমুনা চরসমূহের জনমিতিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে চরের ভূমিহীনতা ও দারিদ্রের ব্যাপকতা-বিস্তৃতি পরিমাপ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন মাধমিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে চরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ১৭টি কেস স্টাডির মাধ্যমে চরের মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। চরের জেগে ওঠা জমি ফিরে পাওয়া ও খাস জমির বন্দোবস্ত পাওয়া–চরের মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তবতা- এই দুইয়ের ফারাক বিশ্লেষণ করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। চরের মানুষের খাস জমি ও জেগে ওঠা জমিতে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে- এক্ষেত্রে ইকনোমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে শিকস্তি-পয়স্তি জমিতে ৩০ বছর ব্যাপী মালিকানাস্বত্ব সংরক্ষণ, চরের জমির পুনর্বণ্টন ও চরের মানুষের পুনর্বাসন, এবং চর জমির ব্যবস্থাপনা ও চরের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে চরের মানুষের মতামত– ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। চরের জমি নিয়ে অতীতের ভ্রান্তি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য করণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণপূর্বক কিছু বাস্তবসম্মত সুপারিশ করা হয়েছে সর্বশেষ অর্থাৎ দশম অধ্যায়ে।

গবেষণা ফলাফল

আমরা গবেষণায় যা পেয়েছি এবং তার ভিত্তিতে কি বলতে চেয়েছি এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য আছে আমাদের মূল ইংরেজি পুস্তকে। এখানে আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত মূল ফলাফলসমূহের কয়েকটি তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করি। মূল ফলাফল নিম্নরূপ:

১. চরের ৯৩ ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন। এসব মানুষ প্রকৃতই প্রান্তিক। ৬০ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ বা সম্পূর্ণ ভূমিহীন (Absolute landless) যাদের নিজস্ব মালিকানায় কৃষিজমি বা বসতভিটা কোনোটাই নেই (যা দেশের গড় নিরঙ্কুশ ভূমিহীনতার তুলনায় ৩ গুণ বেশি); আর ৩৩ ভাগ মানুষ কার্যত ভূমিহীন (Functional landless) যাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ২৫০ শতক অথবা এর কম।

২. চরভেদে ভূমিহীনতার মাত্রা বিভিন্ন। যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বয়ারচরে ৯৮ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন, টাঙ্গাইলের চরে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন ৩০ ভাগ, রাজবাড়ীর চরে ৬৩ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন, পাবনার চরে ৪৪ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন এবং রাজশাহীর চরে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন ৬২ ভাগ মানুষ।

৩. চরের খানাপ্রতি গড় ভোগদখলী জমির পরিমাণ ১৩৩ শতক (৫০ শতক নিজ মালিকানাধীন জমি; ৬৫ শতক বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি; আর ১৮ শতক সরকারি জমি যার মধ্যে লীজ প্রাপ্ত জমির পরিমাণ শূন্য(০) শতক। অর্থাৎ সরকারি খাস জমির উপর চরের দরিদ্র মানুষের দখলসত্ব আইনগতভাবে

সংরক্ষিত নয়। চরের মানুষের ভোগদখলী জমির প্রাথমিক/প্রধান উৎসগুলো হলো: পৈতৃক-উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি, ক্রয়-বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও দানসূত্রে পাওয়া জমি। জমির অপ্রধান/মাধ্যমিক উৎসগুলো হলো ২ ধরনের: বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি (যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া, বেআইনী দখলদারের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি) ও সরকারি জমি।

৪. চরের খাস জমির বেআইনি দখল ও বন্দোবস্তের পরিমাণ চরভেদে বিভিন্ন, যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বয়ারচরে বেআইনি দখলদারের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া জমির পরিমাণ খানাপ্রতি ২১ শতক (খানা প্রতি মোট জমির এক পঞ্চমাংশ) এবং আইনগতভাবে দখলসত্ত্ব সংরক্ষিত নয় এরূপ খাস জমির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ (খানা প্রতি মোট জমির তিন-চতুর্থাংশ)।

৫. গড়ে খানা প্রতি বন্দোবস্ত পাওয়া জমির (settled land) পরিমাণ ০.৮ শতক যা খানাপ্রতি (মোট মালিকানাধীন জমির ২ শতাংশের কম)।

৬. চরের জমির মালিকানা বৈষম্য চরম। চরের ৭৭ ভাগ মানুষের দখলে আছে ৪৭ ভাগ জমি আর মাত্র ১ ভাগ মানুষের (যারা প্রধানত জবরদখলকারী) দখলে আছে ১৫ ভাগ জমি।

৭. চরে খানাপ্রতি মোট সম্পদের আর্থিক মূল্যমান গড়ে ৩৮,৯৬৭ টাকা। এর মধ্যে স্থায়ী সম্পদ ২৬,২৮১ টাকা (৬৭ ভাগ) আর স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ১২,৬৮৫ টাকা (৩৩ ভাগ)।

৮. চরের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৯০৫ কিলোক্যালরি যা দেশের গড় দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের ১৫ শতাংশ কম। চরের মানুষের খাদ্যতালিকা কার্বোহাইড্রেড সর্বস্ব; এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ মাত্র ২.৬ ভাগ।

৯. খাদ্য গ্রহণের নিরিখে চরের ৫৩ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (Absolute poor) আর ৩৭ ভাগ মানুষ চরম দরিদ্র (Hardcore poor) (সমগ্র দেশে গড়ে ৪৪ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ দরিদ্র এবং ৩২ ভাগ মানুষ চরম দরিদ্র)।

১০. চরের মানুষ যা উৎপাদন করেন তার অধিকাংশের মালিক তারা নন। অথচ হিসেব কষলে দেখা যায় চরের জমি চরের দরিদ্র মানুষের মালিকানায় দেয়া গেলে গড় ক্যালরি পরিভোগ ১৯০৫ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৯৫৯ কিলোক্যালরি। চরের খাস জমি দরিদ্র মানুষের মালিকানায় দেয়া গেলে চরের ১০ ভাগ নিরঙ্কুশ দারিদ্র আর ৩ ভাগ চরম দারিদ্র সরাসরি দূর করা সম্ভব।

১১. চরের ৬১ ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর (সারাদেশের গড় নিরক্ষরতার হার ৩৫ ভাগ)।

১২. চরের ৭৫ ভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস চরের জমি। এক তৃতীয়াংশ মানুষের আয়ের-প্রাথমিক উৎস কৃষিকাজ; আর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আয়ের দ্বিতীয় কোনো উৎস নেই– বন্যা ও নদীভাঙ্গনের ফলে যাদের অবস্থা নাজুক হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

১৩. চরের অধিকাংশ মানুষই ভাসমান। একই চরে ১-২ বছর বাস করেন ২০ ভাগ মানুষ, ৩-৫ বছর বাস করেন ৪২ ভাগ মানুষ, ৬-১০ বছর বাস করেন ২৭ ভাগ মানুষ, ১৯-২৫ বছর বাস করেন ৫ ভাগ মানুষ, এবং ১৫ বছরের অধিক সময় বাস করেন ৬ ভাগ মানুষ। চরের মানুষ একই চরে বসবাস করেন গড়ে ৬ বছর।

১৪. চরে বসবাস করার কারণ প্রধানত ৩টি: (ক) নদী ভাঙ্গন (৮৬ ভাগ), (খ) ভূমিহীনতা (২৬ ভাগ), এবং (গ) জীবিকার সন্ধান (২১ ভাগ)।

১৫. চরের মানুষের বঞ্চনার প্রধান উৎস হলো: (ক) আশ্রয়হীনতা, (খ) ভূমিহীনতা, (গ) খাস জমিতে অভিগম্যতাহীনতা, (ঘ) ভূমি প্রশাসনে অভিগম্যতার অভাব, এবং (ঙ) আইন-কানুন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে অভিগম্যতার অভাব। আর এই বঞ্চনাকে তরান্বিত করে ৩টি বিষয়:

- নদীভাঙ্গনের ফলে বাস্তুচ্যুতি
- চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস
- চরের জমির অবৈধ দখল ও লীজ দেয়া।

১৬. চরের ৮৯ ভাগ মানুষই নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছেন যাদের ৯৭ ভাগ-এর পুনর্বাসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে কখনও নেয়া হয়নি। আবার চরভেদে এই পুনর্বাসনহীনতার মাত্রাও ভিন্ন (যেমন- নোয়াখালীর চরে ১০০ ভাগ নদীভাঙ্গন কবলিত মানুষ কোনোরূপ পুনর্বাসন সুযোগ-সুবিধা পাননি)।

১৭. যদিও চরের জমির হালনাগাদ সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই তথাপি বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, চরে একটি পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার সম্ভব। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চরের জমি রয়েছে তা যদি চরের সমস্ত ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের মাঝে বণ্টন করা যায় তাহলে খানাপ্রতি ৪.৭ একর জমি বণ্টন করা সম্ভব। খানাপ্রতি পুনর্বণ্টনযোগ্য জমির পরিমাণ টাঙ্গাইলের চরে ৪.৩ একর, পাবনা ও রাজশাহীর চরে ৮.৯ একর, রাজবাড়ীর চরে ৮.৬ একর, এবং নোয়াখালীর চরে ৩.১ একর।

চরের জমি – দরিদ্র-ভূমিহীনদের ন্যায্য হিস্যা: কয়েকটি সুপারিশ

"বাংলাদেশের চরের জমি: উপেক্ষিত সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি" শীর্ষক আমাদের গবেষণার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ উল্লেখ করলাম। এবার সমস্যার সমাধান বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আপনা-আপনি বাস্তবায়িত হবে এমনটি আমরা মনে করি না। আমরা ভূমি বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে অবগত এবং সে কারণেই বিশ্বাস করি যে বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বীকৃতি, অঙ্গীকার ও যোগ্যতার বিষয়। চরের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা না দিতে পারলে– কোনো সুপারিশই বাস্তবায়ন হবে না। আর সম-সুযোগের মর্যাদা বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত। চরের জমি-জলা দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের ন্যায্য হিস্যা। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত সুপারিশসমূহ নিন্মরূপ (অগ্রাধিকার বিবেচনা ভিন্ন হতে পারে):

১. নতুনভাবে জেগে ওঠা সমস্ত চর (Accreted new chars) অবিলম্বে সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নেয়া এবং তা অবৈধ দখলদারমুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। নদী ভাঙ্গনের ফলে আশ্রয়হীন পরিবারসমূহকে এসব চরে সাময়িক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদি চর জেগে উঠলে এসব পরিবারকে জেগে ওঠা চরের জমির বন্দোবস্ত দেয়া।

২. অবিলম্বে চরের জমির দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করা। জরিপ চলাকালীন ভূমি অফিস, জরিপ অফিস ও সেটেলমেন্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জরিপ কাজে নাগরিক সমাজসহ দরিদ্র মানুষের সংগঠনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চর জমির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা। এসব কমিটিতে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষসহ কৃষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হারানো জমির পরিমাণ এবং নতুন জেগে ওঠা চরের বিবরণ রেকর্ড করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অভিবাসন (Migration) সম্পর্কিত তথ্য-পরিসংখ্যান রেকর্ড করবে। নতুন জেগে ওঠা জমি সনাক্তকরণ ইত্যাদির জন্য ঐ কমিটিকে 'স্যাটেলাইট ইমেজ' যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা, এবং কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিকে চর জমির বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান, ও মালিকানা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা দেয়া। এছাড়া ঐ কমিটি চরের জমির সনাক্তকরণ, রেজিস্ট্রেশন, জরিপ ও বন্দোবস্ত ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিষয়ে খোঁজ খবর রাখবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর-মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করবে।

৪. চরের যেসব জমি এখনও অবৈধ-দখলদারদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তা যথাশীঘ্র পুনরুদ্ধার করা এবং চরের প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া।

৫. চরের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে পয়োস্তি (Diluvion land) জমির মালিকানা দাবীর ক্ষেত্রে সময়সীমা কমানো।

৬. শিকস্তি-পয়স্তি আইন সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর করা।

৭. খাস জমির ভুল শ্রেণীবিভাজন এবং ধান চাষের জমিকে জলাশয়ে (Water-bodies) রূপান্তর (যেমন উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ) বন্ধ করা। সরকারি জমির কৃষি উদ্দেশ্যে লীজ দেওয়ার সরকারের বর্তমান নীতি পর্যালোচনা করা।

৮. খাস জমি বরাদ্দ-ফরম সহজবোধ্য করা এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা।

৯. উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন জেলার সীমানা নির্ধারণ রেখা তৈরী করা। জেলা সীমানা সংক্রান্ত সমস্ত বিবাদ-মীমাংসা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

১০. চরের জমির বরাদ্দসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও ও টিলিভিশনে প্রচার করা, এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসব তথ্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

১১. চরের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের মাঝে ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুনসমূহ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া। চরের খাস জমি যে দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষেরই ন্যায্য অধিকার– এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ জোরদার করা।

১২. জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর জন্য ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুনসমূহের মানোন্নয়ন করা।

১৩. জমির বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেজন্য রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন ও বন্দোবস্ত একই মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা।

১৪. শিকস্তি-পয়োস্তি জমির সনাক্তকরণ, উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের (আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক) সবধরনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৫. কৃষক যেন তার অধিকার আদায়ের জন্য অবৈধ দখলদার, দুর্নীতিবাজ তহশীল অফিসের কর্মচারী, এসি ল্যাণ্ড অফিসের কর্মচারী, টিএনও ও থানা অফিসের, এবং কোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হন– এ বিষয়ে চরের দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষকে ক্ষমতায়িত করা।

১৬. চরের ভূমি-জলা-বনদস্যু ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ-দুর্বিত্তায়িত স্বার্থগোষ্ঠি ও রাজনৈতিক নেতাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১৭. প্রভাবশালীদের চরের জমির অবৈধ দখল মোকাবেলায় স্থানীয় ভূমিহীন ও সচেতন নাগরিক সমন্বয়ে চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠি (Pressure Group) তৈরী করা।

১৮. আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকের বর্গাস্বত্ব সংরক্ষণ করা।

১৯. জমির দখল ও ফসলের উপর কর্তৃত্ব সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানে আইনী সহায়তা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করা। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন পরিবারসমূহের আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও অন্যান্য পেশাদার সংগঠনসমূহের কার্যক্রম বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

২০. চরের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া। চরে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প গঠন করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা। বিশেষত বোরো ও আমন মৌসুমে এই তদারকি ও তত্ত্বাবধান জোরদার করা। চরের মানুষ– আইন, শৃংখলা প্রতিষ্ঠান– স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ– নাগরিক সমাজ– এ সবের ঘনিষ্ট সমন্বয় বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।

২১. ভৌগলিক গঠনগত (Physical) ও আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চরের শ্রেণীবিভাজন করা এবং প্রতিটি চরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ও কার্যক্রম নেয়া।

২২. দরিদ্রদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে উৎপাদনশীল সম্পদ (গরু-ছাগল, সেচ যন্ত্রপাতি) এবং কৃষির উৎপাদনী-কাঁচামাল (সার, বীজ, সেচ, কীটনাশক) সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সহায়ক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দরিদ্রদের মধ্যে ঋণ সুবিধা এবং চরের জমিতে উৎপাদন এবং উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা।

২৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। বন্যা পীড়িত এলাকায় বন্যার্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরী করা। বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোকে বছরের অধিকাংশ সময় দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ব্যবহার করা। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশু রিলিফ কর্মসূচী জোরদার করা এবং রিলিফ কর্মকাণ্ডের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

২৪. চরের মানুষ যেন বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলহানি মোকাবিলা করতে পারে সেজন্য চর এলাকায় কম্যুনিটি ষ্টোর তৈরী করা। বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যার্তদের মাঝে সার, বীজ, কীটনাশক ও ঋণ সুবিধা জোরদার করা।

প্রয়োজন: অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

দেশে প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তথা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় “excluded”দের “include” করতে হলে একটি মৌলিক কৃষি সংস্কারের (ভূমি সংস্কার যার অনুসঙ্গ) প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর তা বাস্তবায়নে ক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক না কেন থাকতে হবে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, হতে হবে তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উদ্যোগী ও আন্তরিক। গভীর দেশপ্রেম, দরিদ্র-প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা এবং দেশের মাটি-উদ্ভুত উন্নয়ন দর্শন (Home grown development philosophy)– এসবে গভীর বিশ্বাস ছাড়া চরের জমি-জলায় দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত সম্ভব নয়।

আমাদের চিহ্নিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ (enability environment) নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পূর্বশর্তসমূহ পালন করতে হবে:

১. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে চর এলাকা প্রত্যন্ত-প্রান্তস্থ এবং নাজুক (Remote and vulnerable)। সরকারকে এও স্বীকার করে নিতে হবে যে, চর এলাকায় একটি কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠি বিদ্যমান যারা চরের জমির সুষম বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায়।

২. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, চরের জমির অবৈধ দখলদারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত-পুষ্ট এবং তারা দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অনুষঙ্গ।

৩. ভূমির রেকর্ড ব্যবস্থা সেকেলে এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিস আদালত অদক্ষ ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। রেকর্ড ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সরকার– রাজনৈতিক শক্তিসমূহ– নাগরিক সমাজকে অনুধাবন করতে হবে যে চরের মানুষের দারিদ্র ও প্রান্তিকতা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব যদি প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে চরের খাস জমি-জলা বণ্টন করা যায়।

৫. চরের খাস জমি সনাক্তকরণ, বণ্টন এবং চরের ভূমিহীন মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ইস্যুতে জাতীয়ভিত্তিক আলোচনা অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রয়োজন।

৬. চরের দরিদ্র জনগণের অধিকার প্রশ্নে কৃষক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও চরের জমি-জলা প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

৭. ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন দরিদ্র জনগণের মাঝে অগ্রাধিকারভিত্তিতে চরের জমির বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ও থানা পর্যায়ের সমস্ত সামাজিক সংগঠন, বেসরকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক প্রগতিশীল-গণতন্ত্রি সংগঠনসমূহের উচ্চ কণ্ঠ প্রসারিত করতে হবে।

৮. চরের জমি ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের অবস্থান বিষয়ে নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।